POLITICAL SCIENCE GENERAL-5TH SEM.
SEC-3 : Democratic Awareness with Legal Literacy

BY- PROF.SHYAMASHREE ROY

UNIT II-

প্রমাণের বোঝা/ BURDEN OF PROOF

প্রমাণের ভার বোঝার ধারণাটি আইন আইনের ধারা 101 এর অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, বলা হয়েছে যে যখন কোনও ব্যক্তি সত্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে বাধ্য হন, তখন তার উপর একই মিথ্যা প্রমাণের ভার দেওয়ার জন্য বোঝা। আইনের অষ্টম অধ্যায় প্রমাণের বোঝার অধীনে বিধানগুলির বিষয়ে আলোচনা করে। "প্রমাণের বোঝা" শব্দটি এই আইনে সংজ্ঞায়িত হয়নি, তবে এটি অপরাধীর প্রাথমিক সূত্র যে, নির্দোষতার অনুমান অন্যথায় প্রমাণিত না হলে অভিযুক্তের সাথেই থাকে।

প্রুফের বোঝা নীতি

প্রমাণের বারডেনের নীতিটি ওনস প্রোবন্দি (প্রমাণের বোঝা) এবং ফ্যাক্টাম প্রোব্যান্স (একটি সত্য প্রমাণ করে) ধারণা ভিত্তিক। প্রমাণের বোঝা স্থির থাকলেও একই পক্ষের পক্ষ থেকে অন্য পক্ষে স্থানান্তরিত করা। যে সত্যগুলি প্রমাণের প্রয়োজন তা হ'ল সেগুলি যা প্রকৃতির স্ব-স্পষ্ট নয়। জারনেল সেন বনাম পাঞ্জাব রাজ্যের ক্ষেত্রে [ii] যে, যদি ভারসাম্য ভার বহন করার জন্য সন্তোষজনক প্রমাণ যুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তবে তারা তাদের প্রতিরক্ষা সমর্থনে অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা যুক্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করতে পারে না।

ফৌজদারি মামলায়, নীতি স্থির থাকে যে অভিযুক্ত কোনও অপরাধ করেছে তা প্রমাণের জন্য প্রাথমিক বোঝা প্রসিকিউশনের উপর যদি অভিযুক্তি দোষী যে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যর্থ হয় তবে অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার অধিকার রয়েছে। প্রমাণের বোঝা যদি ভুল দলের কাঁধে চাপানো হয়, সুপ্রিম কোর্ট বলেছে যে এটি পুরো বিচার ব্যবস্থাটিকে বিকৃত করে দেবে। এর মধ্যে, একজন বাড়িওয়ালা ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে ভাড়াটেদের উচ্ছেদের সন্ধান করতে চায়, একই স্থায়ীত্ব প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব তার উপর।

বৈবাহিক ক্ষেত্রে, দেওয়ানি মামলা সম্পর্কিত প্রমাণের বোঝা নীতি প্রযোজ্য। বিবাহ বিচ্ছেদের সন্ধানকারী একটি পক্ষকে মরুভূমি, নিষ্ঠুরতা বা কাফেরতার মতো বিবাহ বিচ্ছেদের ভিত্তি প্রমাণ করতে হবে।

নির্দোষিতার অনুমান/PRESUMPTION OF INNOCENCE

নির্দোষতার অনুমান একটি আইনী নীতি যা একজনকে "দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত" বিবেচনা করা হয়।

অনেক দেশে নির্দোষতার অনুমান একটি ফৌজদারি মামলার আসামির আইনী অধিকার, এবং এটি জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের অধীনে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, নিরপেক্ষতার অনুমানের অধীনে, প্রমাণের আইনী বোঝা এটিই প্রসিকিউশনের বিরুদ্ধে রয়েছে, যা অবশ্যই সত্য বিচারকের বিচারক (বিচারক বা জুরি) এর কাছে বাধ্যতামূলক প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে। রাষ্ট্রপক্ষকে অবশ্যই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রমাণ করতে হবে যে আসামি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ ছাড়াই দোষী। যদি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ থেকে যায় তবে অভিযুক্তকে খালাস দিতে হবে।

ইংরেজী প্রচলিত আইন সহ অনেকগুলি নাগরিক আইন ব্যবস্থার অধীনে ফৌজদারী কার্যক্রমে অভিযুক্তকে নির্দোষ বলে গণ্য করা হয় যদি না রাষ্ট্রপক্ষ উপরোক্ত হিসাবে উচ্চ স্তরের প্রমাণ উপস্থাপন না করে। দেওয়ানী কার্যবিধিতে (চুক্তি লঙ্ঘনের মতো) আসামীকে প্রাথমিকভাবে সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় যদি না বাদী মাঝারি স্তরের প্রমাণ উপস্থাপন করে এবং এইভাবে আসামীর পক্ষে প্রমাণের বোঝা পরিবর্তন করে না।

নিরপরাধতা অনুমান করা এই নিয়মের পুনঃস্থাপন যে ফৌজদারী মামলায় সরকারী আইনজীবীর বিরুদ্ধে তার বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য অভিযুক্তের দোষ প্রমাণের ভার রয়েছে। প্রমাণের বোঝা দুটি উপাদান রয়েছে: প্রথম উপাদানটি হ'ল স্পষ্টতামূলক বোঝা, অর্থাত্ নিজের অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ উত্পন্ন করা, অন্যদিকে উপাদানটি বোঝা বা আইনী বোঝার বোঝার সাথে সম্পর্কিত, যা আদালতকে তার পক্ষের পক্ষে বোঝানো দলের বাধ্যবাধকতা এবং এইভাবে প্রমাণগুলি দলীয় সত্যের প্রমাণ করতে হবে।

নির্দোষতার অনুমানের সর্বাধিক স্বীকৃত যোগ্যতা হ'ল এটি ভুল দোষের বিরুদ্ধে একটি সুরক্ষার কাজ করে। এই ধারণাটি প্রত্যয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত বিপদগুলিকে কেন্দ্র করে। এটি কোনও ফৌজদারি অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরিণতিগুলির প্রকৃতি যা বিশ্বাস করা হয় যে প্রথমে ডুবিও প্রো রিও নীতিটি মেনে চলা এবং দ্বিতীয়ত, মামলা মোকদ্দমার বিরুদ্ধে ভার চাপিয়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়া থেকে আসামীকে রক্ষা করা প্রয়োজন অপরাধবোধ প্রমাণ করা এবং এর দ্বারা নির্দোষতার অনুমানকে পরাস্ত করা।

রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে হিসাবে নির্দোষত্বের অনুমানের ধারণার বাস্তব প্রয়োগ অবিস্মৃত সত্যের সামনে তদন্ত ও প্রসিকিউশন কর্তৃপক্ষকে বাধ্যতামূলক ক্ষমতা ছাড়াই করতে পারে না বলে অসুবিধা সৃষ্টি করে এই প্রসঙ্গে কিছু লেখক যুক্তি দেখান যে নির্দোষতার অনুমান মূলত অপূরণীয় ব্যবস্থা কার্যকর করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়।

PRINCIPLES OF NATURAL JUSTICE /প্রাকৃতিক ন্যায়বিচার ইংরেজি প্রচলিত আইনের একটি বহিঃপ্রকাশ এবং এতে ন্যায়বিচারের পদ্ধতিগত প্রয়োজন জড়িত। প্রশাসনিক আইন অধ্যয়নের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলির তাত্পর্য রয়েছে। এটি পর্যাপ্ত ন্যায়বিচার বা মৌলিক ন্যায়বিচার বা সর্বজনীন ন্যায়বিচার বা কার্যকরীভাবে সুষ্ঠু ভূমিকা

রয়েছে বলেও জানা যায়। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি মূর্ত নিয়ম নয় এবং কোডিং হয় না। তারা বিচারক তৈরি বিধি এবং আমেরিকান পদ্ধতিগত কারণে প্রক্রিয়া সমকক্ষ হিসাবে বিবেচিত হয়।

সংজ্ঞা:

প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের সুনির্দিষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নেই। তবে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি গ্রহণযোগ্য এবং প্রয়োগ করা হচ্ছে। বিভিন্ন বিচারক, আইনজীবী এবং পণ্ডিতগণ বিভিন্ন উপায়ে এটি সংজ্ঞায়িত করেন। ভিওনেট বনাম ব্যারেটে ,

লর্ড এশার এমআর সঠিক এবং ভুল কী এর প্রাকৃতিক বোধ হিসাবে এটি সংজ্ঞায়িত করেছেন। পরবর্তী সময়ে, তিনি পরবর্তী মামলায় প্রাকৃতিক বিচারকে মৌলিক ন্যায়বিচার হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে বেছে নিয়েছিলেন (হপকিন্স বনাম স্মিথউইক স্থানীয় স্বাস্থ্য বোর্ড)। লর্ড পার্কার এটিকে যথাযথভাবে ডিউটি অ্যাক্ট হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। মিঃ বিচারপতি ভগবতী এটিকে যথাযথভাবে অভিনয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ও ২১ অনুচ্ছেদ প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের ধারণাটিকে শক্তিশালী করেছে।

প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি প্রয়োগের ভিত্তি:

প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি, ইংল্যান্ডে প্রচলিত আইন থেকে উদ্ভূত দুটি ল্যাটিন ম্যাক্সিমের উপর ভিত্তি করে (যা নিছক প্রাকৃতিক থেকে আঁকা ছিল)।

সহজ কথায়, ইংরেজি আইন নীচে বর্ণিত হিসাবে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের দুটি নীতি স্বীকৃতি দিয়েছে-

১. প্রস্রিয়া কূসা বা নেমো ডেবিট এসে জুডেক্সে বা পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে বিধি সম্পর্কিত নিমো জুডেক্স (কোনও ব্যক্তি তার নিজের পক্ষে বিচারক হতে পারবেন না)।

২. অডি অ্যাল্টারাম পার্টেম বা ন্যায্য শুনানির নিয়ম ।

পক্ষপাতিত্ব বা স্বার্থের পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে বিধি - পক্ষপাতিত্ব শব্দের অর্থ এমন কোনও বিষয় যা এই জাতীয় ব্যক্তিকে কোনও মামলার সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে বা অন্যথায় প্রমাণের ভিত্তিতে পক্ষপাতদুষ্ট হতে হবে। সহজ কথায়, পক্ষপাতিত্ব মানে প্রমাণের নীতিকে বাদ দিয়ে অন্যথায় মামলা করা।

এই নীতিটি নিম্নলিখিত বিধিগুলির উপর ভিত্তি করে

1. কারও নিজের পক্ষে বিচারক হওয়া উচিত নয়।

২. ন্যায়বিচার কেবল করা উচিত নয়, বরং প্রকাশ্য এবং নিঃসন্দেহে এটি করাও দেখা উচিত।

উপরোক্ত বিধিগুলি পরিষ্কার করে দিয়েছে যে বিচার বিভাগকে অবশ্যই পক্ষপাতমুক্ত থাকতে হবে এবং খাঁটি ও নিরপেক্ষ বিচার প্রদান করা উচিত। বিচারকদের অবশ্যই বিচারিকভাবে কাজ করতে হবে এবং প্রমাণের নীতি ছাড়া অন্য কোনও বিষয় বিবেচনা না করেই মামলাটি স্থির করতে হবে।

বায়াসের ধরণ: পক্ষপাতের বিরুদ্ধে বিধিটি নিম্নলিখিত তিনটি প্রধানের অধীনে শ্রেণিবদ্ধ করা যেতে পারে:

1. অদ্ভুত পক্ষপাত

2. ব্যক্তিগত পক্ষপাত

৩. বিষয় হিসাবে বায়াস।

1. অলৌকিক বায়াস:

বিচারক / বিচারক যখন বিতর্ক / মামলার বিষয়টিতে আর্থিক / অর্থনৈতিক আগ্রহী হন তখন অসাধারণ পক্ষপাত ঘটে। বিচারক কোনও কেস সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কোনও বিশেষ বা অর্থনৈতিক স্বার্থের অধিকারী না হন। অন্য কথায়, মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে অসাধারণ আগ্রহ একজন ব্যক্তিকে বিচারক হিসাবে অভিনয় থেকে অযোগ্য ঘোষণা করে।

২. ব্যক্তিগত বায়াস:

ব্যক্তিগত পক্ষপাতটি বন্ধুত্ব, সম্পর্ক, ব্যবসায় বা পেশাদার সমিতি থেকে কাছাকাছি এবং প্রিয় থেকে উদ্ভূত হয়। এই ধরনের সম্পর্ক কোনও ব্যক্তিকে বিচারক হিসাবে অভিনয় থেকে অযোগ্য ঘোষণা করে। এই বিষয়টিতে প্রাসঙ্গিক কেসগুলি হ'ল এ.কে. ক্রিপাক বনাম ইউনিয়ন অফ ইউনিয়ন । সুপ্রিম কোর্ট সিলেকশন বোর্ডের এই নির্বাচনকে এই কারণে বাতিল করেছিল যে বাছাই কমিটির সামনে একজন প্রার্থীও বাছাই বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

৩. বিষয় সম্পর্কিত বায়াস (সরকারী পক্ষপাত):

কোনও আগ্রহ বা কুসংস্কার এই বিচারককে বিচারককে অযোগ্য ঘোষণা করবে। প্রশাসন বা বেসরকারী সংস্থার সাথে তাঁর যোগসূত্রের কারণে যখন বিচারক বা বিচারক এই বিষয়ে বিতর্কিত বিষয়ে সাধারণ আগ্রহী হন, তখন তিনি বিতর্কিত বিষয়গুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে নিজেকে চিহ্নিত করলে পক্ষপাতিত্বের ভিত্তিতে তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। স্থলভাগে অযোগ্য ঘোষণা করার জন্য বিচারক এবং বিরোধের বিষয়গুলির মধ্যে অন্তরঙ্গ এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই নীতিটি প্রশাসনিক বিচারেও প্রসারিত হতে পারে কি না।

II. অডি অ্যালটারাম পার্টেম বা সুবিচারের শুনানি করার নিয়ম

প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের দ্বিতীয় মৌলিক নীতি হ'ল অডি অলটারাম পারটেম বা সুবিচারের শুনানি। এর অর্থ হ'ল কারও নিন্দিত নিন্দা করা হবে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে অবশ্যই ন্যায়বিচার থাকতে হবে

এই নীতি অনুসারে, কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়ার আগে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হবে। এই নিয়মটি জোর দিয়েছিল যে আক্রান্ত ব্যক্তিকে অবশ্যই তার মামলার সমর্থনে প্রমাণ উপস্থাপনের সুযোগ দিতে হবে। তার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রমাণে তাকে প্রকাশ করা উচিত এবং অন্য পক্ষের দ্বারা প্রমাণিত প্রমাণাদি খণ্ডন করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

ন্যায্য শুনানির প্রয়োজনীয়তা

ন্যায্য শ্রবণ গঠনের জন্য, নিম্নলিখিত উপাদানগুলি সন্তুষ্ট করতে হবে-

1. বিজ্ঞপ্তি

2. শ্রবণ

সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে সরকারের আদেশ প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি রেখেছিল:

১. বিচারিক কর্তৃপক্ষ অবশ্যই আংশিক হতে হবে এবং কোনও আগ্রহ বা পক্ষপাত ছাড়াই

২. বিচারিক বা আধাপূর্ণ বিচারিক তার ক্ষমতা প্রতিনিধি বা উপ-প্রতিনিধি দিতে পারবেন না (বিচারের রায় দেওয়ার ক্ষমতা অর্পণ করা উচিত নয়) বিচারক কর্তৃপক্ষ

৩. বিচারিক কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই এর আগে রাখা সমস্ত উপাদান প্রকাশ করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্থ সুদের তাদের মামলা জমা দেওয়ার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হবে

প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের বাদ (প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের ব্যতিক্রম)

1. বিধিবদ্ধ বিধান দ্বারা বর্জন।

2. সাংবিধানিক বিধান দ্বারা বর্জন।

৩) আইনী আইনের ক্ষেত্রে বাদ।

৪. জনস্বার্থে বাদ দেওয়া।

৫. তাত্ক্ষণিক পদক্ষেপের প্রয়োজনে বা জরুরী বা প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া।

6. অবর্ণনীয়তার ভিত্তিতে বর্জন।

7. গোপনীয়তার ক্ষেত্রে বাদ।

৮. একাডেমিক রায় সংক্রান্ত ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া।

৯. ব্যাক্তিটির কোনও অধিকার লঙ্ঘিত না হলে বর্জন।

10. অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিরোধের পদক্ষেপের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

১১. জালিয়াতির ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া।

FAIR COMMENT UNDER CONTEMPT LAWS

মানহানির মামলায় (অবজ্ঞাপূর্ণ বা অপবাদ) সাধারণ আইন রক্ষার জন্য সুষ্ঠু মন্তব্য একটি আইনী শব্দ। এটি কয়েকটি দেশে সৎ মন্তব্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়। জনস্বার্থের বিষয়ে একটি সুষ্ঠু ও নির্ভুল মন্তব্য হ'ল মানহানির জন্য একটি পদক্ষেপের প্রতিরক্ষা। সুষ্ঠু মন্তব্যের প্রয়োজনীয়তাগুলি হ'ল: (i) এটি মন্তব্য বা সমালোচনা এবং সত্যের বক্তব্য নয়, (ii) মন্তব্যটি জনস্বার্থের বিষয়ে, (iii) মন্তব্যটি ন্যায্য ও সৎ।

একটি মন্তব্য করা হয়েছে যা মানহানিকর হলেও তা কার্যকর নয়, কারণ এটি জনস্বার্থের বিষয়ে মতামত। নিখরচায় মন্তব্য করার অধিকার হ'ল বাকস্বাধীনতা এবং লেখার অন্যতম মৌলিক অধিকার এবং আইনের শাসনের পক্ষে এটি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য যে নির্ভর করে জনস্বার্থের প্রশ্নে "বৈধ সমালোচনা" বা "ন্যায্য মন্তব্য" রক্ষার যুক্তি কেবল মানহানির নাগরিক আইনে মানহানি এবং ন্যায্য মন্তব্যের প্রতিরক্ষা নাগরিক আইনে উপলব্ধ।